بسم الله الرحمن الرحيم

রাজার মতো দেখতে

[মাসিক রহমত কিশোরপাতার গল্প-সংকলন]

সম্পাদনা

মনযূর আহমাদ

চেতনা

চেতনা

রাজার মতো দেখতে
(মাসিক রহমত এর গল্প সংকলন)

সম্পাদনা : মনযূর আহমাদ

প্রচ্ছদ : কাজী যুবাইর মাহমুদ
অলংকরণ : ফয়সাল মাহমুদ

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০২০ ঈসায়ী
রবিউল আউয়াল : ১৪৪২ হিজরী

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত
প্রকাশক : চেতনা প্রকাশন
ইসলামী টাওয়ার (আন্ডারগ্রাউন্ড)
১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯৬২৪১৫০৭০
মুদ্রণ : আফতাব প্রেস, ২৬ তনুগঞ্জ লেন, কাঠেরপুল সুত্রাপুর, ঢাকা-১১০০
পরিবেশক : মাকতাবাতুল হিযায, মাকতাবাতুন নূর, পড় প্রকাশ

মূল্য : ২৫০ টাকা

অর্পণ

এক সময় যারা গল্প পড়ে এই গল্প লিখেছিলে
তাদের অনেকে এখন বড় লেখক, বড় আলিম, বড় বিদ্যান, বিদগ্ধজন
এখন যারা এই গল্প পড়বে তারা কি ছোট থাকবে!
তোমরাও বড় হবে, বিখ্যাত হবে, জ্ঞান-গরিমায় সবাইকে ছাড়িয়ে যাবে
আমাদের এই আকাঙ্ক্ষার মান রাখবে—
সেই আশায় এই বই তোমাদের হাতে তুলে দিলাম-

সম্পাদকের কথা

কেন বই পড়ব এবং
কেন এই বই পড়ব?

কেন আমরা বই পড়ব? এর একটা চমৎকার ব্যাখ্যা আছে। ধরুন, কেউ টেলিভিশনে একটা জিনিস দেখে, সেটা টেলিভিশন তাকে সরাসরি দেখায়। এক্ষেত্রে কল্পনার কোনো দখল থাকে না। বিষয়টা সরাসরি দেখা ও দেখানো হচ্ছে। এর বিপরীতে বইয়ে একটা কিছু লেখা থাকে; ধরা যাক বইয়ে লেখা আছে নীল আকাশ। পাঠক কিন্তু বইয়ে নীল আকাশ দেখতে পারছে না। সে নীল আকাশ শব্দটা চোখ দিয়ে পড়ছে। রেটিনা থেকে সেটা তার মগজে যাচ্ছে। মগজ সেটা বিশ্লেষণ করছে। তারপর সে কল্পনা করছে নীল আকাশকে। এই যে প্রক্রিয়াটা, এইটা অত্যন্ত আরাম দায়ক। এই প্রক্রিয়া চালু না থাকলে মেধা সমৃদ্ধ হয় না। সে জন্য যারা শুধু টেলিভিশন দেখে তাদের মাঝে মেধা-সমৃদ্ধির এই প্রক্রিয়াটা সচল হয় না। তার মস্তিস্কে চিন্তারা ডালপালা ছড়ায় না। তার মস্তিষ্ক অলস পড়ে থাকে। কিন্তু বই পড়লে মস্তিষ্কের ক্ষমতা বাড়ে। এটা হলো বই কেন পড়তে হবে তার পক্ষে প্রধানতম কারণ। মস্তিষ্ক কে উন্নত করার জন্য বই পড়া জরুরি।

আর যখন কেউ বই পড়া শিখে যায় তখন তার চিন্তা-চেতনার জগৎ খুলে যায়, অবারিত হয়ে যায়। পৃথিবীতে কত বিচিত্র বিষয়ের ওপরই না বই লেখা হয়েছে। আমরা তো কখনোই গাজালি, ইবনে সিনা, শাহ ওয়ালিউল্লাহর দেখা পাব না; রুমি, সাদি ও ওমর খইয়ামের দেখা পাব না; কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, কাজী নজরুল ইসলাম, ফররুখ আহমাদের সাথেও আমাদের দেখা হবে না। আল-মাহমুদকেও আর দেখতে পাব না। আলি তানতাবি ও আলি মিয়া নদভিকেও আর দেখতে পাব না।

মাহমুদ দারবিশের সাথেও আর দেখা হবে না। কিন্তু যখন তাদের লেখা বইগুলো পড়ি তখন মনে হয় তারা আমাদের পাশেই আছেন। আমাদের সাথেই আছেন। হুমায়ূন আহমেদ চলে গেছেন। কিন্তু তাঁর বইগুলো রয়ে গেছে। একজন পাঠক যখন তার বই পড়বেন তখন তিনি নিশ্চয়ই অনুভব করবেন হুমায়ূন আহমেদ তার সাথে কথা বলছেন। তার পাশে বসে আছেন। এই অনুভবটা কিন্তু বিশাল একটা ব্যাপার। কাজেই সবার উচিত বই পড়া। সবচেয়ে বড় কথা ছোটবেলায় একবার বই পড়ার অভ্যাস গড়ে উঠলে ছেলে-মেয়েদের জন্য আর দুশ্চিন্তা করতে হবে না। কারণ বই-ই তাকে ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবে। ছোটবেলায় বই দেখতে দেখতে ও পড়তে পড়তেই বড় হয়েছি। হুমায়ূন আহমেদ এই যে এতবড় লেখক হয়েছেন তার একটাই কারণ ছিল তিনি অতি অল্প বয়সেই অনেক বেশি বই পড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। কেউ যখন অনেক বই পড়ে তখন তার চিন্তা-চেতনার জগৎ খুলে যায়। লেখালেখির ক্ষমতা জন্মায়। যারা লেখক হতে চান অবশ্যই তারা বই পড়ুন। এবং গল্পের বই দিয়ে পাঠ শুরু করুন।

পাঠক! এতটুকু পড়ার পর আশাকরি আর বলতে হবে না, কেন বই পড়ব এবং কেন এই বই পড়ব?

দোয়াপ্রার্থী

মনযূর আহমাদ

সাবেক সম্পাদক, মাসিক রহমত।

প্রকাশকের কথা

গল্পগুলো কেবল গল্প নয়

শিশুরা, কিশোররা গল্পপ্রিয়। তারা গল্পের জগতে ডুবে থাকতে চায়। সেই গল্প হতে পারে সত্য কিংবা কাল্পনিক। হতে পারে ইতিহাস কিংবা পৌরানিক। হতে পারে কুরআন-হাদিস-নির্ভর-শিক্ষণীয় গল্প, যা হতে পারে উন্নত জীবন গড়ার আলোকিত পাথেয়। আমরা চাই ছোটরা গল্প পড়ার ভেতর দিয়েও ঈমান শিখুন, ইসলাম শিখুন, দুনিয়া বুঝুক ও উন্নত চরিত্র গঠন করুক। তারা বিগত মহান বিদ্বান ও বীরদের জীবন থেকে বড় ও বীর হওয়ার প্রেরণা অর্জন করুক। আমরা চাই, আগামী প্রজন্ম বিবেকবান, বিনয়ী, উদার, উন্নতনৈতিকতায় সমৃদ্ধ এবং ঈমানে আপোসহীন নাগরিক হিসাবে আপন বলয়ে শিখা প্রজ্জ্বলিত করুক। নিজ জাতি ও উম্মাহর স্বার্থ সুরক্ষায় তারা অতন্দ্রপ্রহরী হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা দান করুক।

আমরা 'শিক্ষিত বালক' ও 'রাজার মত দেখতে' সংকলন দুটিতে এমনই কতগুলো গল্প সাজিয়ে আপনাদের সমীপে হাজির করার চেষ্টা করেছি।

এই গল্পগুলো অনেকের আগেই পড়া আছে। এখন সে কথা অনেকে ভুলে যেতেও পারে। গল্পগুলো মুদ্রিত হয়েছেলো মাসিক রহমত এ ২০০১ থেকে ২০১৫ এর মধ্যে। যাদের অনেকে এখন বিখ্যাত শিক্ষক, খতিব, রাজনীতিক ও নামকরা পাঠকপ্রিয় লেখক-গবেষক-আলোচক, সমাজসেবক ও সংগঠক। এদের সেই সময়ের লেখাগুলো পড়ে বর্তমান নবীন পাঠক-প্রজন্ম আশাকরি আলাদা স্বাদ পাবে।

এই গ্রন্থে এমন কতগুলো গল্প আছে যেগুলো ছদ্মনামে লেখা হয়েছে। অনেকের আসল নাম মনে পড়লেও ভুল হতে পারে সেই সন্দেহে সেগুলো ওভাবে রেখে দেয়া হয়েছে। আবার অনেকের নাম উল্লেখ নেই। হয়ত মূল থেকে কম্পোজ করার সময় ভুল করা হয়েছে অথবা নাম উল্লেখই ছিল না। সেগুলো মূলের সঙ্গে মিলিয়ে সংশোধন করার সুযোগও হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে। অতএব দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া কীইবা করার আছে!

এখানে আপনি অনেক স্বাদের গদ্য-গল্প পাবেন। বিভিন্ন শৈলীর-বুননে অনেক বিষয় পাবেন এক মলাটের ভেতরে। আশাকরি গল্পগুলো জীবন গঠনে, বড় হওয়ার স্বপ্ন পূরণে ও বুদ্ধির দীপ্তি ছড়াতে বিরাট ভূমিকা পালন করবে।

স্বত্বাধিকারী, চেতনা প্রকাশন

খুরশিদ আমজাদি।

সূচি

সম্পাদকের কথা
প্রকাশকের কথা

রাজার মতো দেখতে- আরশাদ ইকবাল - ১৪
চারটি আশ্চর্য প্রশ্ন- আব্দুল্লাহ আল মামুন - ১৯
জাবালে নুর - ২২
একেই বলে সৌভাগ্য - ২৫
নিখুঁত উদারতা- যাকারিয়া - ২৮
দশ গুণ লাভ- তামীম রায়হান - ২৯
আনুগত্যের স্বরূপ - ৩১
ন্যায় বিচার- আকরাম ফারুক - ৩৩
সত্যের মৃত্যু নেই- মাহমুদুল হক (ফজল) - ৩৮
আসসালাতু খাইরুম মিনান নাউম- রুবাইয়াত আল ইমাম - ৪১
একটি কবিতার গল্প- রুবাইয়াত আল ইমাম - ৪৫
তিনিও ছিলেন উসতাদ- শহিদুল ইসলাম - ৫০
দীর্ঘ নিঃশ্বাস- জাকিয়া সুলতানা শিফা - ৫২
সততার পুরস্কার- জারির মুহাম্মদ আফিফ - ৫৪
আল্লাহর প্রতি ভরসা- ইয়াহইয়া বিন হাবিব - ৫৬
নামাজের বরকত- মুহাম্মদ কুতুবুদ্দিন - ৫৭
অন্য রকম আনন্দ- খন্দকার মনসুর আহমাদ - ৫৯
ন্যায় বিচার - ৬৩
জুতা চোর- নুরুল ইসলাম বর্দ্ধপুরী - ৬৪
অবাক কাহিনি- জাকারিয়া হুসাইন - ৬৮
আমি প্রস্তুত- আবু শিফা - ৭১

ত্রিশ বছর পর- আবু মাহমুদ - ৭৪
এ অপরাধ তো বাবার বাবার - ৭৭
সিংহের জীবন- নাসীম আরাফাত - ৭৯
একজন মুজাহিদের পুরস্কার- রফিকুল ইসলাম - ৮৪
বিজয় রহস্য- মুহাম্মদ তরিকুল্লাহ - ৮৮
আমার ঘরে কোন পুরুষ নেই- মুহাম্মদ হাবিব আল-কাশেম - ৯০
এভাবেই মরতে ভালোবাসি- নাজার বশির,
ভাষান্তর : ইয়াহইয়া ইউসুফ - নদভী - ৯২
অধ্যাবসায়ের সুফল- আবু বকর সিরাজি - ৯৭
কুস্তিগির থেকে জুনায়িদ বাগদাদি- আরিফ রব্বানি খান - ৯৯
এই জমি আমার নই - খাইরুল আনা - ১০০
মহানুভব- আহমাদ আল ফিরোজি - ১০২
শ্রেষ্ঠ উম্মত- মুহাম্মদ আবদুস সাত্তার সিরাজি - ১০৪
আলোর দূত- মুহাম্মদ আবু মুসা - ১০৭
চির মুক্তি- খালেদ সাইফুল্লাহ - ১০৯
প্রতিবেশী- হাশেম আনোয়ার - ১১১
অজেয় - ১১৪
বাদশাহ নামদার - ১১৭
নবিপ্রেমিক- মুফতি খন্দকার হারুনুর রশিদ - ১১৯
মাথার ব্যায়ম - ১২২
একজন কিশোরী ও একটি কালাশানিকভ- আবু সুমাইয়া - ১১৫
শেখ সাদির গল্প- রুবাইয়াত আল ইমাম - ১৩০
সত্যের জয়- নাজিব আল-কিলানি,
ভাষান্তর : উমর মুহাম্মদ মাসরুর - ১৩৮
অনুপম দৃষ্টান্ত - ১৪৯
নবি-প্রেমের গল্প- মুহাম্মদ মুহিউদ্দিন - ১৫০
চরিত্রে বাঞ্চনীয় গুণাবলি – ১৫৭

রাজার মতো দেখতে

১.

সালাম দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করলেন। মদিনার মসজিদ-নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মসজিদ-মসজিদে নববিতে। প্রাণটা ভরে গেল তাঁর। শান্তির শীতল পরশে শান্ত হলো সে। কত স্বপ্নেরই না ছিল আজকের এই আগমন!

নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দিচ্ছেন। কথা নয়, যেন টুপ টুপ করে ঝরে পড়ছে শিউলি-বকুল। আর তাঁর সামনে উপবিষ্ট সাহাবিগণ ব্যাকুল হয়ে তা আঁচলে ভরছেন। মালা গাঁথছেন। কেমন জান্নাতি পরিবেশ!

মনোযোগ দিয়ে খুতবা শুনতে লাগলেন। কিন্তু না, মনোযোগ তাঁর বেশিক্ষণ স্থির হলো না। মসজিদে ঢুকেই তিনি উপলব্ধি করলেন ভিন্ন পরিবেশ। অনেকগুলো চোখ তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। কিছু কিছু চোখ তাঁকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। না, তাঁদের চোখে নেই হিংসা ও হিংস্রতার ছায়া। আছে শুধু বর্ণনা করা যায় না এমন মায়া মায়া ভালোবাসা। আছে ভালোবাসার আবির। তিনি বিস্মিত হলেন। বিমোহিত হলেন। কিন্তু সবার তাকানো তার মাঝে সৃষ্টি করে উসখুস। তিনি মনে মনে ভাবেন, কাউকে জিজ্ঞেস করি—আচ্ছা ভাই, আমার দিকে তাকিয়ে কী দেখছেন? আবার ভাবলেন, এভাবে জিজ্ঞেস করা কি ঠিক হবে? তিনি আর কিছু বললেন না। কিন্তু তাদের চোখের দৃষ্টিও সরছে না। হাজার প্রশ্ন ভিড় করছিল

তাঁর মনে। অনন্তর জিজ্ঞেস করেই বসলেন পাশে বসা এক সাহাবিকে।

'আচ্ছা ভাই, সবাই আমার দিকে এভাবে তাকাচ্ছে কেন?'

তিনি জবাব দিলেন

'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনার কথা আলোচনা করেছেন, তাই।'

'কী, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার কথা আলোচনা করেছেন?'

বিস্ময় ঝরে পড়ে আগন্তুকের কণ্ঠে।

'কখন বলেছেন?'

তিনি জিজ্ঞেস করেন পাশে উপবিষ্ট এক সাহাবিকে।

'আপনি আসার আগে।'

'আমি আসার আগে...'

'হ্যাঁ, আপনি আসার আগে।'

'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন না খুতবা দিচ্ছিলেন?'

'হ্যাঁ, খুতবার মাঝেই বলেছেন।'

আগন্তুকের বিস্ময়ের সীমা রইল না। হাজার প্রশ্ন কুঁড়ি গজায় তাঁর মনে। তিনি পাশের সাহাবিকে আবার জিজ্ঞেস করেন

'কী বলেছেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম?'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

"কিছুক্ষণের মধ্যেই এক ব্যক্তি তোমাদের মাঝে আগমন করবেন। তিনি ইয়ামান থেকে আসবেন। তিনি অনেক ভালো মানুষ। অনেক দামি মানুষ। দেখতেও অনেক সুন্দর। রাজার মতো।"

খুশিতে আত্মহারা হয়ে যান তিনি এ কথা শুনে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন তাঁর কথা! তাও কি সাধারণ কথা! তিনি তাঁর প্রশংসা করেছেন। তাঁকে ভালো বলেছেন। দামি লোক বলেছেন। বলেছেন, তিনি নাকি 'রাজার মতো দেখতে'! কোথায় রাখবেন এত খুশি? অবনত করলেন শির পরম কৃতজ্ঞতায়—আল্লাহর দরবারে।

হে আল্লাহ, তুমি আমাকে অনেক সম্মানিত করেছ। তোমার রাসুলের মুখে আমার আগমনের সংবাদ প্রকাশ করিয়েছ। আমার

প্রশংসা করিয়েছ। হাজার শোকর তোমার, হে আল্লাহ!

আনন্দে তিনি আত্মহারা!

২.

দশম হিজরি। রমজান মাস। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে এল এক প্রতিনিধি-দল। আগন্তুকদের সবার অবয়বে অন্য রকম আভা। দেখলেই মন ভরে যায়। একবার তাকালে আবারও তাকাতে ইচ্ছে হয়। আর তাকালেই চোখ আটকে যায়। তাকিয়েই থাকতেই মন চায়। কী যেন জাদু আছে তাদের কাছে। তাঁদের চোখে-মুখে কমনীয়তা। আচার ও উচ্চারণে আন্তরিকতা। উন্নত পোশাক। প্রশস্ত কাঁধে শোভা বৃদ্ধি করছে ইয়ামানি চাদর। তাঁদের দেখে সবাই মুগ্ধ।

তাঁদের নেতৃত্বে রয়েছেন একজন তরুণ। তাঁর চোখ-মুখ থেকে ঠিকরে পড়ছে তারুণ্য। যেমন উজ্জ্বল গায়ের রঙ, তেমনি অসাধারণ তাঁর বুদ্ধিমত্তা। মর্যাদার দ্যুতি জ্বলজ্বল করছিল আপদমস্তক। দেখেই মনে হচ্ছিল, তিনি সম্ভ্রান্ত কোনো বংশের সন্তান।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুগ্ধ হলেন তাঁদের আচরণ ও ব্যবহারে। তাঁদের অভ্যর্থনা জানালেন। অভিনন্দিত করলেন। সম্মানার্থে বিছিয়ে দিলেন নিজের গায়ের চাদর—সেই তরুণ নেতার জন্যে। এবং বললেন—

"কোনো জাতির সম্মানিত ব্যক্তি তোমাদের কাছে এলে তাকে সম্মান করবে।"

এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মনোযোগী হলেন আগন্তুকের দিকে।

'কী উদ্দেশ্যে এসেছেন?'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন তরুণকে লক্ষ করে।

'ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমরা ইসলাম গ্রহণ করার জন্য এসেছি —আগন্তুকের সরাসরি উত্তর।

আগন্তুকের কথা শুনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

আনন্দে আলোকিত হয়ে বললেন—

'ঠিক আছে, তাহলে তোমরা অন্তর থেকে বলো—'আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই। তিনিই একমাত্র উপাসনার উপযুক্ত। আর আমি আল্লাহর বান্দা ও রাসুল।'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক মুহূর্ত থামলেন। এরপর আবার বলতে শুরু করেন—

"তোমাদের ওপর পাঁচ বেলা নামাজ ফরজ করা হয়েছে, তোমরা তা ঠিক ঠিক আদায় করবে। নিয়মিত জাকাত দেবে। মুসলিমদের কল্যাণ কামনা করবে সব সময়। তাদের দুঃখে ভারাক্রান্ত হবে। তাদের আনন্দে আন্দোলিত হবে। তাদের ব্যথায় কাতর হবে। আর মনে রাখবে, মাখলুকের প্রতি যারা রহম করে না, খালিকও তাদের প্রতি রহম করেন না। আমিরের আনুগত্যে কুণ্ঠিত হবে না—হোক সে হাবশি গোলাম।"

প্রতিনিধি-দলের নেতা অধীর কণ্ঠে বললেন—

'হে আল্লাহর রাসুল, আমি আপনার সব কথা বিশ্বাস করছি ও গ্রহণ করছি। নিশ্চয় আপনি সত্য বলেছেন। আমি বিশ্বাস করি, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই। আপনি তাঁর রাসুল।

আমি ওয়াদা করছি, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ঠিক ঠিক আদায় করব। নিয়মিত জাকাত আদায় করব। মুসলিমদের কল্যাণ কামনা করব। অন্যের দুঃখে ভারাক্রান্ত হব, তাদের খুশিতে আনন্দিত হব। দয়া করব প্রতিটি মাখলুকের প্রতি। আর কুণ্ঠিত হব না কখনোই আমিরের আনুগত্য করতে—যদিও সে হয় হাবশি গোলাম।'

আগন্তুক যুবক এরপর বললেন—

'ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি ওয়াদা করছি, এ সবে একবিন্দুও নড়চড় হবে না। আপনি আপনার হাত মোবারক এগিয়ে দিন। আমি আপনার হাতে হাত রেখে ওয়াদাবদ্ধ হব। বাইয়াত হব।'

আগন্তুকের প্রত্যয়দীপ্ত উত্তর শুনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবয়ব আনন্দে ঝলমলিয়ে উঠল। পরম আস্থা ও ভালোবাসায় তিনি তাঁর হাত বাড়িয়ে দেন। বাইয়াত করান তাকে। বাইয়াত করিয়ে

নেন প্রতিনিধি-দলের সবাইকে। কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করে সবাই শামিল হন সাহাবায়ে কেরামের আলোর মিছিলে।

এই তরুণ প্রতিনিধি-প্রধান ছিলেন হজরত জারির ইবনে আবদুল্লাহ রাজি.। তিনি ছিলেন ইয়ামান দেশের লোক।

৩.

হজরত জারির ইবনে আবদুল্লাহ রাজি. বনু বাজিলা গোত্রের সরদার ছিলেন। দেখতে ছিলেন অপরূপ। তাঁর চলন-বলন ছিল রাজার মতো। তাঁর পৌরুষদীপ্ত রাজকীয় চেহারায় বলত, তিনি কোনো রাজপরিবারের সন্তান।

বাস্তবেও তা-ই ছিলেন। তাঁর পিতা ও দাদা ছিলেন ইয়ামানের শাসক। তাঁর শরীরে ছিল রাজরক্ত। তাঁর চেহারায় ছিল আলোর প্রভা। একবার তাকালে বারবার তাকাতে মন চাইত। একবার যে তাকাত, সে আর দৃষ্টি ফেরাতে পারত না। আর চরিত্র ও আচরণ ছিল প্রবাদতুল্য। গোত্রের লোকেরা সবাই তাঁকে মানত, সম্মান করত। কেউ তাঁর আদেশের বিরুদ্ধে যেত না, তাঁকে না জানিয়ে কেউ বিশেষ কোনো কাজ করত না।

তাঁর আগমনের পূর্বেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সম্পর্কে অবগত হন। তাঁর আকার-আকৃতি ও চরিত্র-প্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত হন। আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাঁর প্রশংসা করেন উন্মুক্তভাবে। মসজিদে নববিতে উন্মুক্ত সভায়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

"কিছুক্ষণের মধ্যেই এক ব্যক্তি তোমাদের মাঝে আগমন করবেন। তিনি ইয়ামান থেকে আসছেন। তিনি অনেক ভালো মানুষ। অনেক দামি মানুষ। দেখতে অনেক সুন্দর। রাজার মতো।"

৪.

নবুওতের দীপ্ত রবি উদিত হওয়ার অনেক পরে আলো পৌঁছে বাজিলা জনপদে। কিন্তু যখন আলো পৌঁছেছে, তখন আর তারা বিলম্ব করেনি সেই আলোয় বিধৌত হতে। সাথে সাথে ছুটে এসেছে রাসুলের মদিনায়—রাসুলের কাছে। নিজেদের সোপর্দ করে দিয়েছেন রাসুলের মর্জির সমীপে—চূড়ান্তভাবে। তাঁদের সর্বাগ্রে ছিলেন রাজবংশীয় ব্যক্তিত্ব হজরত জারির বিন আবদুল্লাহ রাজি.।

চারটি আশ্চর্য প্রশ্ন

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাজি. ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ ও বিচক্ষণ সাহাবি। প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা হজরত আব্বাস রাজি.-এর সুযোগ্য সন্তান ছিলেন তিনি। খুব ছোট থেকে হজরত আব্বাস রাজি. বিভিন্ন ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতেন। সুন্নতে নববির তিনি ছিলেন আদর্শ অনুসারী। পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরিফের বড় আলিম ছিলেন তিনি। আজও বিশ্বের ইতিহাসে 'রইসুল মুফাসসিরিন' বা 'মুফাসসিরদের সরদার' হিসেবে তিনি খ্যাত।

তখন হজরত উমর রাজি.-এর শাসনামল। আমিরুল মুমিনিন হজরত উমর রাজি.-এর নিকট জনৈক পাদরি পত্রের মাধ্যমে চারটি প্রশ্ন করেছিলেন এবং এ কথাও বলেছিলেন এ প্রশ্নের জবাবগুলো আসমানি কিতাবের আলোকে দিতে হবে।

প্রথম প্রশ্ন : এক মায়ের পেট থেকে দুটি ছেলে সন্তান একই দিন জন্মগ্রহণ করেছে এবং একই দিন তারা ইন্তেকাল করেছে। তা সত্ত্বেও এক ভাইয়ের বয়স একশ বছর বেশি আর অপর ভাইয়ের বয়স একশ বছর কম।

এই দুই ভাইয়ের নাম কী?

বাস্তবেই কি এমনটি ঘটা সম্ভব?

দ্বিতীয় প্রশ্ন : এটি কোন স্থান, যেখানে দুনিয়া সৃষ্টির সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত মাত্র একবার সূর্যের আলো পড়েছে? এর পূর্বে সেখানে কখনো সূর্যের আলো পড়েনি এবং এরপর আর কোনো দিন সেখানে সূর্যের আলো পড়বেও না।

তৃতীয় প্রশ্ন : সেটি কোন কবর, যার মধ্যকার লাশও ছিল জীবিত এবং সে কবরটিও ছিল তাজা এবং ভ্রাম্যমাণ? যে কবর তার মধ্যকার জিন্দা লাশ নিয়ে ঘোরাফেরা করেছে, সে কবর থেকে ব্যক্তি বের হয়ে এসে জীবন-যাপন করেছে এবং পুনরায় সে স্বাভাবিক ইন্তেকাল করেছে। সে কবর কোনটি এবং তার মধ্যকার লাশটি কার?

চতুর্থ প্রশ্ন : সে কোন বন্দি, যার জন্যে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করাও নিষিদ্ধ ছিল; কিন্তু সে শ্বাস-প্রশ্বাস না নিয়েও বেঁচে ছিল; এই বন্দির নাম কী?

এই চার প্রশ্নযুক্ত পত্রটি পেয়ে আমিরুল মুমিনিন হজরত উমর রাজি. রইসুল মুফাসসিরিন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাজি.-কে ডেকে বললেন—

'তোমাকে পাদরির এই প্রশ্নগুলোর উত্তর আসমানি কিতাবের আলোকে লিখে দিতে হবে।'

হজরত আব্বাস রাজি. সাথে সাথে কাগজ-কলম হাতে নিয়ে সেখানেই উত্তর লিখতে বসে যান, এমনকি তৎক্ষণাৎ সকল প্রশ্নের উত্তর লিখে দেন।

প্রথম প্রশ্নের উত্তর : প্রথম যে দুই ভাই সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে, সে দুই ভাই হচ্ছেন হজরত উজাইর আ. ও তাঁর ভাই। তাঁরা দুজন একই দিনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু মহান আল্লাহ দুনিয়াবাসীকে তাঁর আপন কুদরত দেখানোর জন্য হজরত উজাইর আ.-কে মৃত্যু দান করে একশত বছর পর পুনরায় জীবিত করেন।

দ্বিতীয়বার জীবিত হয়ে তিনি নিজের বাড়ি যান এবং এরপরও তিনি বেশ কিছু দিন জীবিত ছিলেন। এরপর তিনি ও তাঁর ভাই একই দিনে ইন্তেকাল করেন। ফলে হজরত উজাইর আ. তাঁর ভাইয়ের চেয়ে বয়স একশ বছর কম হয় এবং তাঁর ভাইয়ের বয়স একশ বছর বেশি হয়। পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারায় এর বর্ণনা রয়েছে।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর : যে স্থানে পৃথিবীর শুরু থেকে এ যাবৎ সূর্যের আলো মাত্র একবার পড়েছে এবং আর কোনো দিন সেখানে সূর্যের আলো পড়বে না, তা হলো 'লোহিত সাগরে'র তলদেশ। যেখানে ফেরাউন নিজ সৈন্য-সামন্তসহ ডুবে মরেছিল এবং হজরত মুসা আ. নিজ বাহিনীসহ

নিরাপদে পার হয়ে গিয়েছিলেন। আল্লাহপাক নিজ কুদরতে সাগরের পানি সরিয়ে তার মধ্য দিয়ে হজরত মুসা আ.-এর জন্য রাস্তা তৈরি করে দিয়েছিলেন। তখন সেখানে সূর্যের আলো পড়েছিল।

এ ঘটনাটি পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর : যে কবর সপ্রাণ ছিল এবং তার মধ্যকার লাশও জীবিত ছিল এবং কবর তার মধ্যকার লাশ নিয়ে ঘোরাফেরা করেছে, সে কবরটি হলো হজরত ইউনুস আ.-কে উদরে ধারণকারী মাছ।

সে মাছ নিজেও জীবিত ছিল এবং তার পেটে হজরত ইউনুস আ.-ও জীবিত ছিলেন। মাছটি তাকে নিয়ে ঘোরাফেরা করেছে। এরপর হজরত ইউনুস আ. মাছের পেট থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে সুদীর্ঘ সময় দুনিয়ায় জীবিত ছিলেন। এরপর তাঁর স্বাভাবিক ইন্তেকাল হয়।

এ ঘটনাও পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে।

চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর : যে কয়েদি বন্দিশালায় শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ না করেও জীবিত থাকে, তা হলো মায়ের পেটের শিশু। পবিত্র কুরআন মজিদে গর্ভস্থ শিশুর শ্বাস-প্রশ্বাসের আলোচনা করা হয়েছে। মায়ের পেটে শিশু স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করা ছাড়াই জীবিত থাকে।

প্রশ্নগুলোর তড়িৎ জবাব দেওয়ায় আমিরুল মুমিনিন হজরত উমর রাজি. অবাক হয়ে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-কে কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি তৎক্ষণাৎ ওই প্রশ্নের জবাবগুলো খ্রিস্টান পাদরি বরাবর পাঠিয়ে দেন। খ্রিস্টান পাদরি প্রশ্নগুলোর জবাব পড়ে হতভম্ব হয়ে যান। কারণ, তার ধারণা ছিল, এমন জটিল প্রশ্নের জবাব দেওয়া উমর রাজি.-এর পক্ষে সম্ভব হবে না। কিন্তু এত অল্প সময়ে জবাব পেয়ে সে হতবাক হয়ে যায়।

বন্ধুরা, উপরিউক্ত আলোচনা ও চারটি আশ্চর্য প্রশ্নোত্তর থেকে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাজি.-এর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও বিচক্ষণতার প্রমাণ পেলে তো! সেই সাথে আশ্চর্য চারটি প্রশ্নের উত্তরও তোমরা জানতে পারলে। এভাবে অল্প অল্প শিখতে শিখতে তোমরা এক সময় অনেক কিছু শিখে ফেলবে।

—আবদুল্লাহ আল মামুন